# শুধুই রিমঝিম বৃষ্টির কোলাহল

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ



পাহাড়ি শহরগুলির স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যব্যঞ্জনা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সবুজে ছাওয়া পাহাড়ি পথশোভা আকৃষ্ট করে আমাদের মতো সমতলে থাকা শহুরে মানুষদের। সেই সুন্দরতার আবেশ নেশা ধরায়। তখন এও মনে হয় কেবল উল্লেখযোগ্য শৈলশহর গুলিই শুধু দ্রষ্টব্যনয়, পথের সৌন্দর্যও যেন হার মানায় সকলকে। একাকী আপনভোলা হয়ে হারিয়ে যাওয়া যায় এসব পথে পথে, মনের অজান্তেই। কখনও পথের সামনে বন্য সোঁদা গন্ধ মেখে পাইন বন, আবার পরমূহূর্তেই সবুজ কবিতার মত অনন্ত উপত্যকা..

সেই ছোটবেলায় ভূগোলে পড়া পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল স্থান চেরাপুঞ্জি আর মৌসিনরাম গ্রামে চলেছি। যেখানে না কিবাতাসে কান পাতলেই কেবল রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ। শিলং থেকে সাত সাতটি পাহাড় ডিঙিয়ে চেরাপুঞ্জি। সেই যাত্রাপথে শোভা এতঅপূর্ব যে পথের নিসর্গ চেতনায় বুঁদ হয়ে থাকে নিছক শহুরে মন - প্রাণ। বৃষ্টিখ্যাত চেরাপুঞ্জির স্থানীয় নাম 'সোহরা'। শিলং থেকে৫৬ কি.মি. দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ মিটার উচচতায় এই মায়াবী জাযগায় অষ্টপ্রহর খেয়ালী মেঘের উচছল আনাগোনা।

এখানকার চেরাবাজারকে ঘিরেই চেরাপুঞ্জির বসতি। এসব অঞ্চলে নানারকম ফুলের মধু খুব বিখ্যাত। কয়েক শিশি মধু কেনা হয়, নিজের জন্য, আত্মীয় পরিজনদের জন্য স্মারক হিসাবে। মাইল খানেক দুরত্বে রামকৃষ্ণ মিশন। ১৯৩১ এ প্রতিষ্ঠিত মিশনটির বিশাল কর্মকাণ্ড দেখার মত। অনেকগুলি কচিকাচা একসাথে খেলা করছিল। ভাব জমাতে ওদের কাছে এগিয়ে যেতেই লজ্জায় দে ছুট্।

চেরাবাজারের ৬ কি.মি. দূরে মোসমাই ফল্‌স, পৃথিবীর চতুর্থ উচচতম জলপ্রপাত। হাজার দেড়েক ফুট উঁচু থেকে অনেকগুলি জলের ধারা আছড়ে পড়ছে নিচে। ভরা বর্ষায় এর নাকি ভীষণ রূপ। এখানকার ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে নিচে অদূরে বাংলাদেশেরশ্রীহট্ট জেলার বিস্তৃত সমতল প্রান্তর আর গ্রামগুলি দেখা যায়। সংলগ্ন রেস্তরা থেকে আনা গরম কফি - মগে চুমুক দিতে দিতে এপার - ওপার দূরত্বটুকু মন দিয়ে মেপে নিই।

মোসমাই গ্রামের মোসমাই গুহার কাছে এবার আমাদের এম.টি.ডি.সি. বাস থামলো। সমবয়সি গাইড মেয়েটির সাথে ততক্ষণে বেশ আলাপ জমে গেছে। মেয়েটির নাম কুণিকা, ওর বাবা বাংলাদেশি, মা খাসিয়া। মেঘালয় মহিলাকেন্দ্রিক। এখানে মাতৃতান্ত্রিকসমাজব্যবস্থা প্রচলিত। মায়ের পদবী গ্রহণ করে সন্তান। সমাজ সংস্কার সব ক্ষেত্রেই মহিলারাই সব। পুষদের ভূমিকা এখানে একেবারেই গৌণ। খাসিয়া মেয়েটি পিতৃদত্ত বাংলা ভাষায় আমার সাথে কথা বললেও ওর কথায় সিলেটি টান স্পষ্ট।

মোসমাই গুহাটি আরণ্যক প্রাকৃতিক সৃষ্টি। প্রাচীন এই গুহাটিতে চুনাপাথরের স্ট্যালাগটাইট থেকে অনবরত চুঁইয়ে জলে গুহার ভেতরটা খুব স্যাঁতস্যাঁতে । কুনিকা আমাদের মোমবাতির আলোয় গুহাপথ দেখিয়ে একপ্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে, নানারকমকসরৎ করিয়ে ঐ ভেজা গুহার পিচ্ছিল পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ভেতরে জেনারেটর চালিত ক্ষীণ আলো জ্বললেও ঠিক ঠাহর হয় না, অনভ্যস্ত ঐ দুরূহ যাত্রাপথটির। তবু একটু কষ্ট হলেও সেদিনের সেই গুহাযাত্রায় অভিজ্ঞতা ছিল দাণ রোমাঞ্চকর ও ব্যাঞ্জনাময়।

চেরাবাজারের ২ কি.মি. এর মধ্যে আরও এক আকর্ষণীয় জলপ্রপাত। নোহ্ কলিকাই ফলস্। পাহাড়ের ধাপ বেয়ে ক্ষীণ জলপ্রপাতটি নিচে পড়ে একটি কুন্ড তৈরী হয়েছে। প্রপাতের জল সৃষ্ট ঐ কুন্ডটির রঙ ঘন নীল।

চেরাপুঞ্জির কয়েক কি.মি. দূরে আরেকটি অপূর্ব জলপ্রপাত, ডেনথ্লেন ফলস্। সামনেই থাংকরান পার্ক, নানান ধরণের দুর্লভ প্রজাতির ফুলে ফুলে ছয়লাপ। যাওয়ার পথে কখনও রাস্তার গা ঘেঁষে উম্হেন ফলস, কেন্রেম ফলস -- পাথরের খাঁজে খাঁজে ধাক্কা খেয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এসব পাহাড়ি জায়গায় বেড়াতে আসার এটাই পাওনা, পথচলতি কত যে পাহাড়ি নদী - নালা - ঝরণার সাথে পরিচয় হয়। ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত সেই সমস্ত দৃশ্যপট -- স্মৃতি হয়ে থেকে যায় মণিকোটবে।

অতি বৃষ্টির জন্য চেরাপুঞ্জির নাম থাকলেও ইদানীং বৃষ্টি বেশি হয় মৌসিনরাম গ্রামে। অতি অনাড়ম্বর সেই পাহাড়ি গ্রামখানি। তবে পথশোভা অতুলনীয়। একটা পাহাড়ি ঝোরা বয়ে চলেছে সাথে সাথে। সেই গহীন লাবণ্যকে সাথে নিয়ে পথচলা। হাত বাড়ালেই যাকে ছোঁয়া যায়। সেই ঝোরার জলে পাড়ুবিয়ে বসে কাটাতে ইচ্ছে হয় বেশি কিছুটা ভালোলাগার মুহূর্তে।

চেরাপুঞ্জি থেকে ফেরার পথে স্থানীয় সিলেক্ট ফ্যাক্টরির ক্যান্টিন থেকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সাঙ্গ করে এবার শিলং এর পথে।আবারও সেই এ - পাহাড় ও পাহাড় টপ্কে চলেছি। পথের দুধারে হরিয়ালী, কখনও বা নিঝুম গ্রামীন বসতি, আর তরঙ্গের পর তরঙ্গ তোলা বিস্তীর্ণ পাহাড়ি শোভা।

মেঘেরা সব ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে পাহাড়ের খাঁজে। মেঘের জলছবি ছাওয়া চেরাপুঞ্জি প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করেছিল। পরে ভেবে দেখেছি --- কেবলমাত্র প্রস্রবন নয়, খালিয়া জনগোষ্ঠী নয়, নারীকেন্দ্রিক সভ্যতাও নয়... মন ভোলায় এখানকার রঙিন ফুল, প্রজাপতি আর অর্কিডে ভরা পরমা প্রকৃতি ... আর মেঘের দুনিয়ায় হারিয়ে যাওয়ার এক দুর্মর বাসনা...



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com